তারিখ ... 16 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

এমপিওভুক্তির দাবিতে লাগাতার আন্দোলনে আইসিটি শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমপিওভুক্তির দাবিতে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটে বসেছেন 'আইসিটি' শিক্ষকরা। তারা বলেন, সরকার দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

গতকাল সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'এমপিও বঞ্চিত আইসিটি শিক্ষক সংগঠন' ব্যানারে এ কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকরা, যারা কয়েক বছর যাবত বিনা -বেতনে চাকরি করে আসছেন। সারাদেশের কয়েকশ' শিক্ষক এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। শিক্ষকরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথে লাগাতার অবস্থান করবেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে, চাকরির যোগদানের তারিখ থেকে তাদের এমপিও দিতে হবে। শিক্ষকরা দাবি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের হস্তক্ষেপও কামনা করেন।

আইসিটি শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এসএম শামীমুর রহমান **লাগাতার** : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

লাগাতার : আন্দোলনে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, 'বর্তমান পেক্ষাপটে আইসিটি সেক্টরকে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিলেও ধুঁকে ধুঁকে চলছে এই শিক্ষা। কম্পিউটার শিক্ষকদের বেতন ভাতা না দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত চাই, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। চাকরির যোগদানের সময়কাল থেকেই এমপিওভুক্তি দিতে হবে।'

শিক্ষানীতিতে '৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ' শ্রেণী পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের আলোকে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণীতে ও ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণীতে ও ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামক নতুন বিষয়কে বাধ্যতামূলক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কিন্তু পরবর্তীতে ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বর এক পরিপত্রের মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষকদের এমপিও স্থগিত করে মন্ত্রণালয়। এতে এমপিওভুক্তি বন্ধ হয়ে গেলেও বেতন-ভাতা ছাড়াই পাঠদান করে আসছেন শিক্ষকরা। সর্বশেষ গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে এমপিওর দাবিতে এমপিও বঞ্চিত শিক্ষকরা ঢাকায় মানববন্ধন করে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালককে স্মারকলিপি দেন। পরে গত বছরের ১৫ অক্টোবর এক পরিপত্রের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের আইসিটি শিক্ষকদের এমপিও দেয়ার লক্ষে তথ্য সংগ্রহ করে মাউশি।

আইসিটি শিক্ষকরা জানান, ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর মাউশি এক হাজার ৩৫২ জন আইসিটি শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এর বাইরে মাদ্রাসার ৫শ' এবং কলেজ পর্যায়ের ১শ' শিক্ষক এমপিও বঞ্চিত রয়েছেন।

তবে মাউশি সূত্র জানায়, দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ২৭ হাজার। এর মধ্যে ১৪ হাজার স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক নেই। বাকি ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক থাকলেও ১২শ ২৪ জন শিক্ষক এমপিও থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।